খুলনা ভার্সিটিতে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা

গৌরাঙ্গ নন্দী, *খুলনা অফিস*

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের প্রতারণা করেছে। তারা প্রায় ক্ষেত্রেই এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া ব্যক্তিকেই বৈধ করেছে। অথচ এক একটি শূন্য পদের বিপরীতে শত শত চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেছেন। নিয়োগের ক্ষেত্রেও ঘটেছে স্বজনপ্রীতি। ভাল এবং উন্নত ফলধারী ব্যক্তিরও অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল দলীয় পরিচয়ধারী ব্যক্তির কাছে ঠাঁই হয়নি। ফলাফল নয়, দলবাজিই নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। একজন চাকরিপ্রার্থী মন্তব্য করেন, এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্তদেরই যদি বৈধ করা হবে, তবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমাদের নাজেহাল করা হলো কেন? তাহলে বিজ্ঞপ্তি কি আইওয়াশ?

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মোট ৩১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। এর মধ্যে ২৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যোগ্যতম প্রার্থী না পাওয়া যাওয়ায় বাকি ৮ জনকে নিয়োগ দেয়া যায়নি। যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশই আগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহকে চাকরি করতেন। সেকশন অফিসারের চারটি পদেই যে চারজন নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরা এডহকে আগে থেকে কর্মরত ছিলেন। এঁদের একজন আবদুল্লাহেল কাফি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের নিকটাত্মীয়। অন্য তিনজন শীর্ষস্থানীয় দুই কর্তা ব্যক্তির আস্থাভাজন। অথচ এই সেকশন অফিসার পদে ছয় শ' জন আবেদন করেছিলেন। এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসাবে দুইজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

স্বজনপ্রীতি নিয়োগের মাপকাঠি, এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের বৈধ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি কি আইওয়াশ?

এঁদের একজন এডহকে নিয়োগ পাওয়া, অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সেকশনের দীর্ঘদিনের চাকুরে।

আগস্ট মাসের ২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট বৈঠকে এই নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়। বিস্ময়কর হচ্ছে, ওই বৈঠকে এক সিন্ডিকেট সদস্য বিরোধিতা করেছেন এমন একজন ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগ পেয়েছে। সেলিম নামে এই ড্রাইভার আগের উপাচার্যের আমলে চুক্তিভিত্তিতে চাকরি করত। কি এক কারণে কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করেছিল। এই বরখাস্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সে আদালতে মামলা ঠোকে। আদালত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রায় দেয়। সেই সেলিম ড্রাইভার রেন্ট-এ-কারের ব্যবসায়ী। ফেনসিডিল পরিবহনের দায়ে পুলিশের হাতে সে ধরা পড়েছিল; তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবারও চাকরি দিয়েছে। এই পদে মোট ৫৫০টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। প্রাথমিক বাছাই শেষে ৩৬ জনকে রাখা হয়। এদের মধ্য থেকে সেলিম এবং কামরুল নামে দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কামরুল বিগত সরকারের আমলে একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তির সুপারিশে চাকরি পেয়েছিল।

নিয়োগের প্রায় ক্ষেত্রেই এরকম ঘটনা ঘটেছে। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাকে কোন আমল না দিয়ে চেনাজানা, আনুগত্য, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা প্রভৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ মাত্র একটি পদ অনুমোদিত। নিয়োগপ্রাপ্ত দু'জনের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিসিপ্লিনের এক শিক্ষকের আপনজন। অফিস সহকারী তথা কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে ৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদের অনেকেরই কম্পিউটার পরিচালনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

এ পর্যায়ে শিক্ষক হিসাবেও অনেককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে একজনের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি না পাওয়ার বিষয়টি ক্যাম্পাসে জোর আলোচনা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকারী এক আবেদনকারী। তাঁকে নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁকে নিয়োগ দেয়াও হতে পারে।

এ ব্যাপারে নিয়োগ বোর্ডের প্রধান উপউপাচার্য প্রফেসর জাবিদ হোসাইন বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের ঘটনা ঘটেনি। তিনি এবারকার নিয়োগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোত্তম আখ্যা দিয়ে বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনেকের প্রমোশন হয়েছে; তাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ড ভাল। অনুমোদিত পদের বিপরীতেই মেডিক্যাল অফিসারের নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোন ধরনের অনিয়মের কথা তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেন।